স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প

পাঠকের মননে ও অনুভবে

সম্পাদনা
বিপুল পাল
অরূপ পাল

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প
পাঠকের মননে ও অনুভবে

সম্পাদনা
বিপুল পাল
অরূপ পাল

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

সমরেশ বসুর 'কিমলিস'—গোষ্ঠীজীবনের অভ্যন্তরে আদর্শ সন্ধানের কাঠিন্য ও কষ্টলব্ধ আদর্শ ধরে রাখার প্রাণপণ সংগ্রাম	১২৪	গোপাল সাহা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাখির মা' : অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র	১২৯	সৌরভ সাহা
অনিল ঘড়াই-এর গল্পে প্রান্তবাসী মানুষের জীবনালেখ্য	১৩৬	সুমনা ঘোষ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প : স্বাধীনতার আস্বাদন জীবনে ও মননে	১৪১	পারমিতা ভট্টাচার্য
তিলোত্তমা মজুমদারের নারী জীবনের চালচিত্র	১৪৮	বীথিকা বিশ্বাস
নির্বাচিত বাংলা গল্পে ভাঙ্গা বাংলা প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন	১৫৫	আফরুজা খাতুন
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নারীসত্তার বিবর্তন	১৬১	শুক্লা গাঙ্গুলী
আফসার আমেদের 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' : মুসলমান নারীর অন্তঃপুর	১৬৭	মাবুদ সেখ
রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সংকট থেকে উত্তরণের অন্বেষণ	১৭২	জয়া ধীবর
'আয়না যুদ্ধ' : যাদুবাস্তবতার আলোকে	১৭৭	মামুদ হোসেন
মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন'—আদিবাসী সমাজের নিদারুণ জীবন আলেখ্য	১৮৩	জয় সরকার
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দাঙ্গা-দেশভাগ, দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা : একটি পর্যালোচনা	১৮৭	জয়দেব সিংহ
স্রোতের দুই বিপরীতমুখী ধারায় সংযম ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গ প্রফুল্ল রায়ের 'সীমান্ত'	১৯২	বর্ণালী দত্ত
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১৯৮	সব্যসাচী পাত্র
'ভূত জ্যোৎস্না' অতিপ্রাকৃত গল্প নাকি অস্তিত্ব সংকটের লড়াই	২০২	সুপ্রভাত শীট
দেবেশ রায়ের নির্বাচিত গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী	২০৮	বিপুল পাল
ছোটগল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্প বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ	২১২	অরূপ পাল
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে নারীত্বের এদিক ওদিক	২১৮	অবিনাশ দাস
প্রাবন্ধিক পরিচিতি	২২৩	

দেবেশ রায়ের নির্বাচিত গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণী

বিপুল পাল

বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই অন্ত্যজ জীবনকথা কমবেশী স্থান পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টির পটভূমি ভেদে তাদের ছোটগল্পের অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র স্বতন্ত্র রূপমূর্তি নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। সেইরকমই দেবেশ রায়ের গল্পে বিবিধ শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতের মানুষের ব্যক্তিজীবন; পরিবার জীবন, তাদের প্রেম-দাম্পত্য, প্রেমহীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা, কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা, ভণ্ডামী, শঠতা, ধর্মীয় জীবন, আচার-বিশ্বাস কতটা নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করবো— তাঁর লেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'হাড়কাটা', 'মতৃ জং শিন ও বিপজ্জনক ঘাট' ও 'অনৈতিহাসিক' গল্প তিনটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

দেবেশ রায়ের অন্ত্যজ জীবনাশ্রিত ছোটগল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে অন্ত্যজ মানুষের পরিবার জীবন। পরিবারকেন্দ্রিক এই গল্পগুলির বিষয় পর্যালোচনায় দেখি, অন্ত্যজ জীবনের প্রেম-দাম্পত্য, তাদের প্রতি অত্যাচার-লাঞ্ছনা, তাদের পারিবারিক বিপর্যয়, পরিবারের আনন্দোল্লাস প্রভৃতি বিষয় গল্প গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেবেশ রায়ের এইরকম একটি গল্প হল 'হাড়কাটা'। 'হাড়কাটা' গল্পের বিষয় এক কাহার দম্পতির প্রেম প্রণয়মূলক মধুর জীবনালেখ্য। গল্পে দেখি, নায়ক কাহার পেশায় কসাই। তবু সে প্রেম-পরিণয়ের সূত্রে কোন এক তারাপুর গ্রামের মেয়ে গাঁধুলিকে স্ত্রীরূপে ঘরে তোলে। নান্‌কুর প্রকৃতি বড়োই নিষ্ঠুর। কসাইয়ের কাজ করে মনটাও যেন তার কসাই হয়ে গেছে। স্ত্রী গাঁধুলি আবদার করে তার কাছে রূপোর হাসুলি চাইলে, সে গাঁধুলির গালে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত কষিয়ে দেয়। পরেরদিন সে শুধু শুধু দোকানে বসে ধারালো ছুঁরি ছুঁড়ে মেরে একটি কুকুরকে আহত করে। কুকুরটি ও একটি পাগল প্রত্যহ তার দোকানের সামনে দাঁড়াতো। মনটা নান্‌কুর এমনই বদরাগি ও নিষ্ঠুর। কিন্তু সেদিন মাংস বেচতে বেচতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য নান্‌কু দেখে ফেলে। দেখে তার দোকানের সামনে ফাঁকা জায়গায় কুকুরটা স্থির হয়ে শুয়ে আছে, আর পাগলটা রাজ্যের কচু পাতার ডাঁটা এনে তার রস কুকুরটির ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে অনুতপ্ত হয় নান্‌কু। হঠাৎ করে তার গাঁধুলির কথা মনে এল। এল ভাবনা। ভাবনার সূত্রে এল নিজের প্রেমজীবনের স্মৃতির দৃশ্যাবলীগুলো। এবার মুহূর্তেই কসাই নান্‌কু অন্য মানুষ হয়ে গেল। কুকুরটাকে একদলা মাংস খেতে দিয়ে বাকি মাংস গামছায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেল। হঠাৎ বৌ দেখার সাধ জেগে উঠেছিল মনে—